আমার কথা

ক্রীড়াজগত

অনুলিখন ঃ দুলাল মাহমুদ ঃ অনেকের ধারণা চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাশ মারা গেছে। ভাবাটা অস্বাভাবিক নয়। আমি যে এককালে সাঁতারু ছিলাম, সে বোধও ক্রমশ মন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এমনি সময় চ্যানেল বিজয় সম্পর্কে বলা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলেই মনটাও বিষণ্ন হয়ে যায়।

চ্যানেল বিজয়ের কথা বলতে গেলে পূর্বেকার অনেক কিছু বলতে হয়। কেননা নেপথ্যের এই ঘটনাগুলো আমাকে চ্যানেল অতিক্রম করার প্রেরণা যুগিয়েছে। অবশ্য মেঘে মেঘে বেলা তো আর কম হলো না। এখন জীবনের শেষ দিকে এগিয়ে চলেছি। ফলে পুরনো কথা বলতে গেলে অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলি।

১৯৫৫ সাল। পাকিস্তান অলিম্পিক । তাতে সাঁতারও অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ১০০ ও ৪০০ মিটার ইভেন্টে অংশ নেই। দু'টোতেই প্রথম স্থান অধিকার করি। অবশ্য ইতিপূর্বেই সাঁতারে আমার সুনাম-সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পুরো পাকিস্তানে সাঁতারে আমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। পরের বছর (১৯৫৬) অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অলিম্পিকের আসর। সমগ্র পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন খেলাধূলায় দল গঠন করা হলো। বিশেষ করে, পাকিস্তান অলিম্পিকে যারা চমৎকার পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, তাদেরকেই বিশ্ব অলিম্পিকে সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্বভাবতঃই আমার নিশ্চিত ধারণা, সাঁতার দলে আমি থাকবোই। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমাকে দলভূক্ত করা হলো না। পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তানের সাঁতারুদের নেয়া হলো। এতে আমার মন ভেঙ্গে গেল। তথাপি কিছু করার বা বলার নেই। তবে আমার মনে দারুণ জেদ চাপলো। কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা হলো। সাঁতারে চমকপ্রদ এমন কিছু করতে হবে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের টনক নড়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা তো করলাম, কিন্তু কি করি ! দিন কেটে রাত হয়। রাত কেটে দিন।

একদিন রোজকার মত খবরের কাগজ পড়ছিলাম। কলকাতার কোন এক পত্রিকা। পড়তে পড়তে হঠাৎ একজায়গায় চোখ আটকে গেল । খবরটুকু বারংবার পড়লাম। কেননা কোন এক সাঁতারু চারবার প্রচেষ্টা চালিয়েও চ্যানেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ তাকে নিয়ে ঢালাওভাবে লেখা হয়েছে। আমার মনে এই ঘটনাটি দারুণভাবে দাগ কাটে। তাছাড়া চ্যানেলের কথা আগে কখনও শুনিনি। ভাবলাম, চ্যানেল অতিক্রম করতে পারলে বোধহয় কিছু একটা করা যাবে। তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। আমাকে চ্যানেল অতিক্রম করতেই হবে। অথচ তখনও চ্যানেল সম্পর্কে কিছুই জানি না। ফলে চ্যানেল সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে লাগলাম। চারবার চ্যানেল বিজয়ে যিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তার অনুসন্ধান পেয়ে গেলাম। তিনি ভারতের লোক। তখন তৎকালীন দৈনিক আজাদের সাংবাদিক লাডু ভাই (স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত) ও আমি ভারত গেলাম। সেখানে গিয়ে চ্যানেল সম্পর্কে বেশ ধারণা পেলাম। ফলে আমি চ্যানেল অতিক্রমের দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি তখন তদানীন্তন ক্রীড়াঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তি এস এ মহসিন (সাজু) ভাইয়ের শরণাপন্ন হলাম। তাকে আমার মনোবাসনার কথা খোলাখুলি বললাম। সাজু ভাই আমার কথায় থ হয়ে যান। বললেন, তুই ভাল করে ভেবে দেখ। পারবি কিনা ! উনি চ্যানেল অতিক্রমের ভয়াবহতা বুঝালেন। কিন্তু আমি সিদ্ধান্তে অনড়। তারপর তিনি আমাকে যথেষ্ট ভাববার জন্য কয়েকদিন সময় দিলেন। আমি অনেক ভেবেচিন্তে চ্যানেল অতিক্রমের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা আমাকে কিছু একটা করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চমকে দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে ছলে-বলে-কৌশলে বাঙালীদের পিছিয়ে রাখছে। এর মাঝেও আমাদের জাগতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বুঝাতে হবে বাঙালীদেরও প্রতিভা আছে।

এতদ্ব্যতীত আমার অবশ্য দূরপাল্লার সাঁতার কাটার অভ্যাস রয়েছে। তৎকালীন ঢাকা-চাঁদপুর দূরপাল্লার সাঁতারে অংশ নিয়েছি। তাই সবকিছু বিচার-বিবচনা করে সাজু ভাইকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানালাম। উনি সবকিছু শুনে রাজি হলেন। তারপর আমাকে চ্যানেল অতিক্রমের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিতে উঠে-পড়ে লাগলেন। সেই সাথে সাংবাদিক বন্ধুরাও আমার জন্য যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করলেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমার চ্যানেল অতিক্রমের ব্যবস্থা হয়। বিশেষ করে মহসিন ভাই, লাডু ভাই ও এ বি এম মূসার কাছে আমি চিরঋণী।

১৯৫৮ সালের ৮ আগস্ট। রাত পৌনে দুটো। এখনো শিহরণমূলক সে দিনের কথা মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে। গভীর অন্ধকার। সামান্য দূরের জিনিসও দেখা যায় না। কুয়াশার আবরণে ঢাকা। কনকনে ঠাণ্ডা পানি। তার পরে ঢেউয়এর পর ঢেউ। কেমন

জানি রহস্যময়তা। এরই মাঝে সাঁতার শুরু হলো। ছেলে-মেয়ে সমেত বেশ ক'জন। ২১ মাইল দীর্ঘ পথ সামনে। তবে জোয়ার-ভাটার কারণে ৩৫ মাইল পাড়ি দিতে হবে। বিধাতাকে স্মরণ করে সাঁতরাতে লাগলাম। আমার সাথে সাথে বোটে করে চ্যানেল কমিটির পর্যবেক্ষক দল। আগে চ্যানেলের শুধু নামই শুনেছি। এখন সাঁতরাতে গিয়ে অনুভব করতে লাগলাম, চ্যানেল কি জিনিস ! হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। তাতে অবশ্য দমে গেলাম না। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। যেন বিশ্ব জয় করতে চলেছি। তবে ভাগ্যও আমার অনুকূলে ছিল। নতুবা চ্যানেল অতিক্রম করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কেননা ঐ দিনের আবহাওয়া ছিল বেশ শান্ত। সাধারণতঃ চ্যানেলের আবহাওয়া থাকে উন্মত্ত। উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে পড়লে বাঁচা দুঃসাধ্য ব্যপার। অবশ্য চ্যানেলের শীতল রূপও কম নয়। দেখলে পিলে চমকে যায়। যা হোক, কপাল জোরে কাংক্ষিত লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংগ্রাম করে অবশেষে চ্যানেল অতিক্রম করি। সময় লাগে ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। তখন কি যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস বলে বুঝানো যাবে না। একজন বাঙালী হিসেবে আমার বুক গর্বে ফুলে যায়। কারণ আমিই প্রথম বাঙালী হিসেবে চ্যানেল অতিক্রম করেছি। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে আমিই প্রথম এই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছই।

আমি আমার বিশ্বাসকে এবং নিষ্ঠাকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ – এই আমার পরম সার্থকতা। একজন বাঙালী সাঁতারুর পক্ষে আমার এই প্রাপ্তিকে আমি কখনোই সাধারণ বলে মনে করি না। দেশ ও জাতি যদি এই থেকে সামান্যতম উপকৃত হয়, তবেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।